সংবাদ

তারিখ 11 SEP 2016
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

নাজিরপুরে ১৯ প্রা. স্কুল সংস্কারের নামে হরিলুট

প্রতিনিধি, পিরোজপুর

পিরোজপুরের নাজিরপুরে প্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্কার, বিদ্যালয়ভিত্তিক উন্নয়ন, শৌচাগার সংস্কার ও প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণীকক্ষ সজ্জিত করণের নামে বরাদ্দকৃত অর্থ হরিলুটের অভিযোগ পাওয়া গেছে।

জানা গেছে, উপজেলার ১৯টি বিদ্যালয়ের সংস্কারের নামে বিদ্যালয় প্রতি সর্বনিম্ন ১লাখ ২৬ হাজার ও সর্বোচ্চ ১ লাখ ৫৮হাজার টাকা করে মোট ২৯ লাখ ৩২ হাজার ৯শ' টাকা, ১৭১টি বিদ্যালয়ের জন্য বিদ্যালয়ভিত্তিক উন্নয়ন প্রকল্পে (স্লিপ) বিদ্যালয় প্রতি ৪০ হাজার টাকা করে মোট ৬৮ লাখ ৪০ হাজার টাকা ও ওই সব বিদ্যালয়ের প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণীর উপকরণ ক্রয়, প্রস্তুত ও শ্রেণীকক্ষ সজ্জিতকরণের জন্য বিদ্যালয় প্রতি ৫ হাজার টাকা করে মোট ৮ লাখ ৫৫ হাজার টাকা, ৩২টি বিদ্যালয়ের শৌচাগার সংস্কারের জন্য বিদ্যালয় প্রতি ১৮ হাজার টাকা করে ৫ লাখ ৭৬ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়। এরমধ্যে বিদ্যালয় ভিত্তিক উন্নয়ন প্রকল্পে (স্লিপ) ও প্রাক-প্রাথমিকের শ্রেণীরকক্ষ সজ্জিতকরণের টাকা কিছু বিদ্যালয়ে নির্ধারিত কাজে ব্যয় হলেও অধিকাংশ বিদ্যালয়ে হয়েছে হরিলুট।

গত ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে বিদ্যালয় সংস্কারের নামে বরাদ্দকৃত টাকা সংশ্লিষ্ট কাজে ব্যায় না করেই উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ও এলজিইডির প্রকৌশলীর সহায়তায় উত্তোলন করা হয়েছে। অভিযুক্ত ওই ২ কর্মকর্তা ওই অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, সরেজমিন তদন্ত ও কাজের ছবি দেখেই বিল প্রদানের অনুমতি দিয়েছেন। শতকরা ১০ থেকে ২০ ভাগ কাজ হওয়া এ কাজগুলো সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের সভাপতি ও প্রধান শিক্ষক কর্তৃক করার কথা থাকলেও কাজ করেছেন সরকার দলীয় নেতারা। সরেজমিনে দেখা গেছে, মাত্র ৪টি বিদ্যালয়ের সংস্কারের কাজ করেছেন সভাপতি ও প্রধান শিক্ষক। এর মধ্যে একটি বিদ্যালয়েই বরাদ্দের যথাযথ কাজ হয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়গুলোর সভাপতি ও প্রধান শিক্ষকদের সাথে কথা বলে জানা যায়, সরকার দলীয় নেতারা প্রভাব খাটিয়ে ও ভয়-ভীতি দেখিয়ে বিদ্যালয় ও এর শৌচাগার সংস্কারের কাজ ভাগিয়ে নিয়েছেন। উপজেলার ৭৫নং পশ্চিম ছোট বুইচাকাঠী বিদ্যালয়ের সংস্কারের কাজ উপজেলা ছাত্রলীগের সহসভাপতি সুজিত কুমার হালদার ও কালিকাঠী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কাজ করেছেন সাধারণ সম্পাদক সুমন হালদার। ওই বিদ্যালয় ২টির ম্যানেজিং কমিটি সহ স্থানীয়দের অভিযোগে, কাজ হয়েছে সামান্য মাত্র। এ ছাড়া উপজেলার মাটিভাংগা ইউনিয়ন আ'লীগ নেতা মো. জাহিদুল ইসলাম বিলু উপজেলার শাখারিকাঠী ইউনিয়নের চলিতাবাড়ি রেজিঃ, ঘোপেরখাল সরকারি প্রাথমিক, মাটিভাংগার তারাবুনিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, দক্ষিণ বানিয়ারী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, উত্তর দীঘিরজান রেজিঃ, দক্ষিণ দীঘিরজান রেজিঃ, পশ্চিম বানিয়ারী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও পশ্চিম চর বানিয়ারী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও দীর্ঘার ছৈলাবুনিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এ ৯টি বিদ্যালয়ে নাম মাত্র সংস্কারের কাজ করেছেন। ওই সব বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের বদলি সহ বেতন বন্ধ করে দেয়া ও সভাপতিদের দেখিয়ে দেয়ার হুমকীর অভিযোগ উঠেছে ওই নেতার বিরুদ্ধে।

উপজেলার ৩৯নং হোগলাবুনিয়া তারাবুনিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সভাপতি ও মাটিভংগা ইউপি সদস্য যুবলীগ নেতা মো. রেজওয়ানুল হক রিজওয়ান অভিযোগ করে জানান, তার বিদ্যালয়ের পূর্বপাশের একটি ডোবায় ৫/৭ হাজার টাকা ব্যায়ে কিছু মাটি ভরাট করে পুরো টাকাই আত্মসৎ করেছেন ওই নেতা।

উত্তর চলিতাবাড়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা রেশমা আক্তার জানান, সংস্কারের অভাবে বিদ্যালয়ের ছাদ দিয়ে পানি ঝরে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু ও প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনার ছবি ২টি ভিজে গেছে। এ কাজ আমরা করতে চাইলে তা করতে দেন নি উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ও উপজেলা ইঞ্জিনিয়ার।

এ ব্যাপারে মো. জহিদুল ইসলাম বিলুর সাথে মোবাইল ফোনে কথা হলে তিঁি জানান, ওইসব কাজ তিনি করেননি। তবে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়গুলোর প্রধান শিক্ষক ও সভাপতিদের সহযোগিতা করেছেন বলে জানান।